ধর্মের সমালোচনা ও সহনশীলতা

আব্দুর রহমান আবিদ

সদালাপের একেবারে শুরুর দিকে একজন লেখক সদালাপের প্রাক্তন সম্পাদকের কাছে রাজনৈতিক ইসলাম ও মওদুদীবাদের সপক্ষে ও সমর্থনে একটা লেখা পাঠিয়েছিলেন। 'লেখাটা ছাপানো ঠিক হবে কিনা' - এ প্রশ্ন উঠলে সম্পাদককে আমি সুস্পষ্টভাবে পরামর্শ দিয়েছিলাম লেখাটা ছাপানোর জন্যে; যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি রাজনৈতিক ইসলাম বা মওদুদীবাদের ঘোর বিরোধী। কারনটা আর কিছুনা; আমরা চেয়েছিলাম সদালাপ হোক সব দল, সব মতের মিলনস্থল। বাংলা ভাষাভাষি ধর্মে অবিশ্বাসী, ধর্ম-বিদ্বেষী লেখকদের যেমন ই-ফোরাম আছে, তেমনি আছে রাজনৈতিক ইসলাম সমর্থনকারী লেখকদেরও। যা নেই, তা হলো কমন কোন প্লাটফর্ম, যেখানে সবাই যথেষ্ট সংযম এবং সহনশীলতার সাথে একে অপরের মতামত দিতে বা গ্রহন করতে পারেন। কাউকে চট করে 'নাস্তিক' বা 'রাজাকার' বলে বসা কিন্তু খুব কঠিন কোন কাজ না; এর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন কৃতিত্ব নেই। কিন্তু যুক্তি দিয়ে একজন ধর্ম-বিদ্বেষী বা মৌলবাদী মানুষকে ধর্ম নিরপেক্ষ বা সব ধর্মের প্রতি সহনশীল বানানো নিঃসন্দেহে নিদারুন কৃতিত্বের ব্যাপার। এবং তা তখনি সম্ভব যখন একই প্লাটফর্মে একজন ঘোর অবিশ্বাসী এবং একজন মৌলবাদী মানুষ খোলাখুলিভাবে নিজেদের মতামতকে প্রকাশ করতে পারবেন। সদালাপ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল অনেকটা সেটাই।

ধর্মের সমালোচনা হওয়া কি উচিত নয়? ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, অবশ্যই হওয়া উচিত। নাহলে, হিন্দু ধর্মে সতিদাহ প্রথার মত অমানবিক প্রথা আজও চালু থাকতো। ধর্মের সমালোচনার সুযোগ আছে বলেই, ইসলাম থেকে ক্রীতদাসী প্রথা একসময় লোপ পেয়েছে। নইলে মুহাম্মদ (সঃ) এর নিজের জীবদ্দশায় প্রচলিত যে আরব প্রথার বিলুপ্তি সাধন হয়নি, পরবর্তীতে তা লোপ পেতনা।

আমাদের মনে রাখা দরকার, তালেবানরা আফগানস্থানে ধর্মের নামে যে দুঃশাষন প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার ভিত্তি কিন্ত ইসলাম। ১৯৭১-এ পাকিস্তানী আর্মি এবং নিজামী, মুজাহিদের আল-বদর, আল-শামস বাহিনী ও রাজাকারেরা যে এদেশের লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী মা-বোনের সম্ভ্রমহানী করেছিল, তার ভিত্তিও ইসলাম। আবার শাহ জালাল, শাহ মখদুম,..... যারা এ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্যে এসেছিলেন এবং যে কল্যানে আজ আমরা মুসলমান, সেটার ভিত্তিও কিন্ত ইসলাম। ইসলাম সমালোচনার উর্ধ্বে হলে ইসলামের এই দুই ধারার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য করার কোন সুযোগ থাকেনা। আমরা শিক্ষিত, মধ্যপন্থী মুসলমানরা ইসলামের কোন সমালোচনা করিনা বলেই ইসলাম ক্রমে চরমপন্থী মুসলমানদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিনত হয়েছে। যার ফলাফল আজকের আল-কায়েদা, জামাতে ইসলামী, বাংলা ভাই, ডঃ গালীব, ...। এসবের পেছনে পুঁজিবাদ, আমেরিকা, পেট্রো-ডলার, ... যত চক্রান্তের কথাই আমরা বলিনা কেন, আমরা মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে, ধর্মের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী উদার হলে, এবং সমাজে ধর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করার সুযোগ থাকলে আমরা সাধারন মুসলমানরাই এসব ইসলামী চরমপন্থীদেরকে প্রতিহত করার জন্যে যথেষ্ট ছিলাম।

Abdullah Al Amin
Tokyo, Japan
25 April 2005

I am writing in this forum for the first time. In the beginning I came to Shodalap to hear some sane voices of Bangla-speaker Muslims, not the Islam-bashing hate-mongering of some atheist zealots. But now-a-days it seems that the Shodalap forum is also being "hijacked" by those same gang shouting aloud in other forums. Where are the original writers of Shodalap? Where is the Editor? If there is not enough sane writers, it would be better to increase participation from the early writers, rather than sit idle and say nothing in response to the ramblings of the like of Md. Jamilul Bashar. I will not try to argue with this man for everything he says, but suffice it to say that this man might have some serious psychological problems.

চিরকুট ৪২

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন

বিশেষ করে বাঙালিদের মধ্যে আরও একটা মজার বিষয় লক্ষ্য করা যায়- সেটা হলো বিনামুল্যে পরামর্শ দান। জানি না পৃথিবীর আর কোথাও এই ধরনের ঘটনা ঘটে কিনা। আপনি যদি কোনভাবে কেহ একটা সমস্যার কথা মুখ দিয়ে বের করেছেন - আর রক্ষা নেই - চতুর্দিক থেকে জ্ঞানদান শুরু হবে। মনে করুন - একজন একজায়গায় বসে আছে - আশে পাশে কিছু লোকজন বসা - সেটা বাসে হতে পারে - ট্রেনে হতে পারে বা স্টেডিয়ামেও হতে পারে। সে তার বন্ধুকে হয়তো বললো যে তার পেটে একটু ব্যথা হচ্ছে, আর যায় কই। সাথে সাথে আশে পাশের মানুষজন তাকে পরামর্শ দিতে থাকবে কিভাবে সে তার এই সমস্যার থেকে মুক্ত হতে পারেন। এর মধ্যে থাকবে - চিড়তার রস খাওয়া, সকালে ঘুম থেকে উঠা, ব্যয়াম করা, ভেজাল আর বাসি দেখে খাওয়া। কেহ হয়তো তাকে তিরস্কার করতে থাকেব - কেন ঠিক মতো শরীরের যত্ন নেয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যখন মানুষ বিপদে পড়ে তাকে নিয়ে রসিকতা করা আর প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে জ্ঞান দেওয়া - দুটাই বিপদগ্রস্থ মানুষের জন্যে অসন্মানের এবং বিরক্তিকরও বটে। দশরথ চক্রে যেমন ভগবান ভুত হয়ে ছিলেন - তেমনি মুসলমানরা আজ অস্ত্র আর তেল ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে পশ্চিমের ভীলেনের ভুমিকায় নামতে হয়েছে। এই সুযোগে সব দিক থেকে মুসলমানদের পরামর্শ আর জ্ঞানদান চলছে। এই বিষয়ে সবচেয়ে আগ্রগামী ভুমিকায় আছে "তথ্য সন্ত্রাস"। তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগে সবাই মনের মাধুরী মিশিয়ে মুসলামা আর ইসলাম সম্পর্কে প্রচার করে যাচ্ছে - যাতে মনের গভীরে লুকানো বংশপরম্পরায় পুষে রাখা রাগ আর ঘৃনা কোন ভাবেই আর লুকানো থাকছে না। পাঠক - লক্ষ্য করলে দেখবেন বাংলাদেশী আর ভারতীয় কিছু বাঙালী মুসলমানদের পরামর্শ আর তিরস্কার করার জন্যে কয়েকটা ওয়েব পেজ আর ইয়াহু গ্রুপ খুলে বসেছেন। যেখানে ক্রমাগত মুসলমানদের পরামর্শ আর জ্ঞানদান করেই যাচ্ছেন। কখনও বলছেন - ইসলাম ধর্ম আসলে মানুষের বানানো একটা মতবাদ - কোরআন আসলে মিথ্যায় ভরা - মুসলমানরা হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে ইনটলারেন্ট - মুসলামাদের বর্তমান অবস্থার জন্যে তারাই দায়ী -ইত্যাদি ইত্যাদি। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই সকল জ্ঞানী মানুষ গুলো ২০০০ সালের আগে কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে জানতেন না। যখন আফগানিস্থানে নজিবুল্লাহকে মুজাহেদীনরা চরম ভাবে অপমানিতে করে হত্যা করে এদের অনেককে বাহাবা দিতে দেখা গেছে। ৯/১১ এর পর সব পরিবর্তন হয়ে গেল। একদল মানুষ কোরানের মধ্যে রক্ত খুঁজে পেল - একদল পেল পশ্চাৎপদতা আর একদল পেল জিহাদ - কেহ বা পেল নারী জাতির প্রতি বর্বরতা। এখন দেখছি একজন খুঁজে পেয়েছে ইসলামী কামাসুত্রা। চমৎকার আবিষ্কার - পুরষ্কার পাবার মতো কাজ বটে !

বিপ্লব-

ইসলামের সভ্যতার সংঘাতে যাওয়ার একটা মুল কারণ অবশই এই ধর্মে সংস্কারের অভাব। রামমোহন বা বিদ্যাসাগর ইসলামে পাওয়া গেল না। কেন?

উত্তরটা আমরা সবাই জানি। ইনটলারেনস। অসহিষ্ণুতা। হিন্দুধর্ম সংস্কার করতে গিয়ে রামমোহন বা বিদ্যাসাগর লাঠির বাড়ি খেয়েছেন। তরবারির কোপ খান নি। ইন্টারনেট না থাকলে আমরা ফতেমোল্লা, আসগারসাহেব, আকাশ বা আবুল কাশেমকে পেতাম না। ১৮৩০-৩৫ সালে, ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গলের হিন্দু-সংস্কারকামী সদস্যরা কোলকাতার রাজপথে প্রকাশ্যে গরুর মাংস খেত। হিন্দুদের বিরক্ত করতে। তাদের নিয়ে ক্ষোভ ছিল ঠিকই, তবে কেও তাদের মেরে ফেলে নি। আজকে ২০০৫ সালের ঢাকার রাজপথে কেও যদি প্রকাশ্যে শুঁয়োরের মাংস খায়, সে কমিনিট বেঁচে থাকবে আমার সন্দেহ আছে।

এর মানে এই নয়, হিন্দুরা মুসলিমদের থেকে কম গোঁড়া। অনেক ক্ষেত্রেই গোঁড়ামিটা বরং বেশী। কিন্তু, অনেক বেশী সহিষ্ণু। যার জন্যে হিন্দু ধর্মে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী, বিবেকানন্দ জন্মেছেন। ইসলামে এই ধরনের বৈপ্লবিক সংস্কারক এলেন না। এলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। যিনি মুসলিমদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে আলিগড় বিজ্ঞান সভা (১৮৬৪) এবং আংলো-মহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজ (১৮৭৫) খুললেন। পরে সেটা আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হল (১৯২০)। প্রথম উপাচার্য্য হলেন এক নারী-সুলতান লাহান বেগম। কিন্তু ধর্ম সংস্কারের সাহস ছিল না স্যার সৈয়দের। নীটফল? ভারতের সবকটি বিতর্কিত নারী বিরোধী শরিয়ার রায়ে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ (সবাই নয়) পন্ডিত শরিয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন! ধর্ম সংস্কার না করে সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে, স্যার সৈয়দের সমস্ত মহৎ প্রচেষ্ঠা জলে গেছে।

আমি প্রকাশ্যেই গরুর মাংস খেতাম। এতে আমার নীটফল শূন্য। কিন্তু সমাজ যে আমাকে এটা ক্ষোভের সাথে হলেও নীরব অনুমোদন দিল-সেটা গূরুত্বপূর্ণ। এর বদলে যদি আমার প্রাণ সংশয় হত, তাহলে সেই সমাজ হত স্থবির-তাদের দেবদেবীদের মতন।

ফতেমোল্লা, মহম্মদ আসগার, আবুল কাশেম, আকাশ বা আলমগীরকে অনেকেই আমেরিকা বা ভারতের দালাল বলছে। বিদ্যাসাগর বা রামমোহনকেও তৎকালীন হিন্দুসমাজ বৃটেন বা খৃষ্টানদের দালাল বলতো। এটাকে স্বীকৃতি বলেই মেনে নিন। তবে এটাও মনে রাখুন যে রামমোহন বা বিদ্যাসাগর সনাতন হিন্দু ধর্মকে

সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হন নি-একের পর শিক্ষায়তন স্থাপন করেছেন। পুঁথির জোরে নয়, সমাজসেবার জোরেই তারা মহান। সেখান থেকেই প্রথম সংস্কারমুক্ত হিন্দুছাত্ররা বেড়িয়েছে। ইসলামের নব্য সংস্কারকের দল প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে আল-আমিন মিশনের মতন উচ্চমানের ধর্মনিরেপেক্ষ শিক্ষায়তন তৈরী করুন। এই আশা রইল।

১০/১/২০০৫
ক্যালিফোর্নিয়া

জনাব জিয়াউদ্দিন সাহেব,

সদালাপ থেকে কিছু লেখকের লেখার অংশ-বিশেষ ওপরে তুলে ধরলাম, যাতে পাঠকগণ একই বিষয়ের ওপর লিখিত বিপ্লব দা, আবিদ সাহেব ও আপনার বক্তব্যের তুলনা করতে পারেণ। আবিদ সাহেব বলছেন- 'আমাদের মনে রাখা দরকার, আফগানে তালেবানদের দুঃশাসনের ভিত্তিও ইসলাম, বাংলাদেশে নিজামী, মুজাহিদের আলবদর-রাজাকারদের দ্বারা ত্রিশলক্ষ মানুষ হত্যা, দুইলক্ষ নারী ধর্ষনের ভিত্তিও ইসলাম'। আমি বলি, আমেরিকার টুইনটাওয়ার ধ্বংস করে নিরপরাধ মানুষ খুন, ৭/৭ এ লন্ডনের বোমা, মাদ্রীদের রেল হত্যা, বাংলার ৬৪ হাজার গ্রামের ওপর ৫০০টি বোমা বর্ষনের ভিত্তিও ইসলাম।
রাষ্ট্রীয় আইনে, আইন প্রয়োগ করে আলজিরিয়া ও পাকিস্থানে মানুষ জমায়েত করে, পাবলিক দ্বারা, দুই নারীকে পাথর মেরে হত্যা করা আর ধর্মোম্মাদ সন্ত্রাসীদের মসজিদ ভাঙ্গা কি সমান। আপনি অভিযোগ করেছেন, মানুষ কেন, দুই নারীকে পাথর মেরে হত্যার প্রতিবাদ করলো, আর আবু-গারীবে আমেরিকার সৈন্যের দ্বারা মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ কেন করলোনা। তুলনাটা কি সঠিক হলো? পাঠকদেরকে জানিয়ে দেন না, কেন নারীকে পাথর মেরে হত্যার প্রতিবাদ করা জায়েজ হবেনা। কারণ ঐ যে এর ভিত্তিও ইসলাম। যতদুর মনে পড়ে আবু-গারীবে আমেরিকার সৈন্যের নির্যাতনের চিত্র অভিজিত দা মুক্তমনায় ফটো সহকারে বিশ্বাসীকে জানিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। আপনার চোখে তা ধরা পড়লোনা কেন? যে চোখ মুক্তমনা ও ভিন্নমতের লেখকদের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধারে এক এক করে পয়তাল্লিশটি চিরকুট লিখতে সাহায্য করতে পারে?

আমি আমার একটি লেখা কামরান ভাইয়ের নামে উৎসর্গ করে লিখলাম- একজন নির্ভীক সাহসী মুক্তমনাকে-। আর আপনি লিখলেন, আমি তাঁকে যুগের শ্রেষ্ট মুক্তমনা উপাধি দিয়েছি। উদ্দিন সাহেব, আপনি কি মনে করেণ, পাঠকগণ বোকা, একেবারেই অন্ধ?
কোন্ যায়গায় বিপ্লদ দা বলেছেন মুসলমানদেরকে শুয়র খেতে? একটু অঙ্গুলি-নির্দেশ করুনতো প্লীজ।
কামরান ভাই বলেছিলেন- এদেশ থেকে মুল্লাদেরকে খেদাও, আপনি বল্লেন তিনি বলেছেন- মুসলমান খেদাও। আপনি কি মনে করেণ, দু'টো কথা যে সমান নয় পাঠক তা' বুঝেনা?
অভিজিত দা যুক্তি দিয়ে দেখালেন, কোরআনের সুরা ফাতিহা মুহাম্মদের কথা, আল্লাহর বাণী নয়। আপনি একটা ব্যাঙ্গাত্নক উত্তর দিলেন- 'এটুকু বুঝতে আপনার মত জ্ঞানী লোকের এত দেরী হলো'? আচ্ছা সত্যি করে বলুনতো দাদা, সুরা ফাতিহা মুহাম্মদের কথা, না আল্লাহর বাণী, আপনি জানেন কি না? কেনইবা সুরা ফাতিহা কোরআনের প্রথমে আসলো?
আপনার দুঃখ হয় আমরা কেন ১৪০০ বৎসরের পুরনো ঘঠনা দিয়ে নাটক লিখি। কিন্তু ঘঠনাটা কি সত্য না মিথ্যা ছিল তার ওপর কোন মন্তব্য নেই। কত বৎসরের পুরনো ঘঠনা হলে নাটক লেখা জায়েজ হয়?
বিপ্লব-দা'র পক্ষে, যে কথা কুদ্দুস সাহেব আপনাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তার উত্তর আমরা পাই আবিদ সাহেবের লেখায়। কুদ্দুস সাহেব জিজ্ঞেস করলেন- (১) আপনি কেন বিপ্লব-দা'র প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাঁকে সাম্প্রদায়ীক আখ্যা দিলেন? (২) জিয়া উদ্দিনের মুসলিম সমাজের যে কোন সমালোচনা গ্রহন না করার প্রবণতা কি মুসলিম সংস্কৃতির আদি ও অকৃত্রিম সংস্কৃতি নয়? (৩) জিয়াউদ্দিন কি মুসলিম সমাজের যে

কোন সমালোচনাতেই সাম্প্রদায়ীকতার গন্ধ পান? কুদ্দুস সাহেবের তিনটি প্রশ্নের একটারও উত্তর দেন নি। আপনি উল্টো তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- 'আপনি কেন জামাতের ওয়াজ মহফিলে গেলেন, আপনি কেন পুজা মন্ডপে গেলেন, ঐ প্রশ্নগুলো জামাতকে করুন'। এটা তাঁর প্রশ্নের উত্তর হলো?

আপনার ভক্ত একজন পাঠকের ইংরেজী চিটিটা লক্ষ্য করুন আর তাঁর সাথে আবিদ সাহেবের লেখাটা তুলনা করুন, বুঝতে পারবেন এযাবত আপনি সদালাপের সম্পাদক থাকলে ওয়েব সাইটটার কি অবস্থা হতো। কামরান ভাই তাঁর একটি লেখা জীবনে প্রথমবারের মত সদালাপে পাঠালেন। সম্পাদকের প্রতি বিনয়সহকারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন, আর বিনিময়ে আপনি যা দেখালেন, তাতে কামরান ভাইয়ের অবস্থা হয়েছে- ভিক্ষের দরকার নেই বাবা-------। এই হলো আপনাদের মত মুসলমানের ইসলামী সহনশীলতা, আতীথেয়েতা, উদারতা।

আমেরিকা, ভারতের দালালী করার জন্যে বা কারো বাহ্‌বা পাওয়ার জন্যে কেউ লেখালেখি করেণা। মানুষ লেখার মাধ্যমে তার মনের ভেতর গুপ্ত বাসনা, ক্ষোভ, ঘৃণা, ইচ্ছে, আকাংখা প্রকাশ করে। আমেরিকার ভাতও খাইনা, লেখালেখি করে কারো কাছ থেকে পয়সাও নেইনা। মুসলমানকে কোনদিন ঘৃণা করিনি করবোও না। ঘৃণা করি সেই সকল আরবীয় ডাকাতদের, যারা হরণ করে নিয়েছে আমার প্রীয়জনের মেধা, মনন, বুদ্ধি, চিন্তা ও চেতনা।

হিন্দুরা স্বদেশ ছেড়ে ভারতে কেন পালালো তার একটা অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়েছেন। হিন্দুদের আত্নীয়-সজন ভারতে থাকে, সেখানে অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ সুবিধা বেশী, দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। এর কারণ হিসেবে আপনি আরো বলেছেন, 'অর্থের সন্ধানে পৃথিবীর কতো মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি জমায়, তার জন্য কি ধর্ম দায়ী'। বাঙ্গালকে ইউনিভার্সিটি দেখানো হচ্ছে বুঝি? আপন দু'টি চোখ চিরসাক্ষী হয়ে আছে, দুই হাজার পরিবারের বসতি গ্রামের একটিমাত্র হিন্দু-পরিবার কি শোকে জলের মূল্যে ভিটে বাড়ি বিক্রী করে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিল আর বারবার নিজের হাতের তৈরী ঘরের পানে পেছন ফিরে তাঁকিয়েছিল। এটা মুসলমানের লজ্জা। হিন্দুদের প্রতি জন্ম থেকে শেখানো লালিত ঘৃণা। এ ঘৃণার ভিত্তিও ইসলাম।

প্রায়ই বলে থাকেন, দুর্দশাগ্রস্থ হাতীকে মুশিকও লাথি মারে, নামেই কেষ্ট-বেটার পরিচয়। কেন, মুসলমান কেষ্ট হলো কেন? কেন সে দুর্দশাগ্রস্থ হাতী হবে? শিক্ষা ও বিজ্ঞানকে যদি মুসলমান উন্নতির একমাত্র সোপান হিসেবে গ্রহন করতে না পারে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতেই তারা শুধু দুর্দশাগ্রস্থ হাতী হবেনা, একেবারেই ভূ-গর্ভস্থ হয়ে যাবে। এ লেখার উত্তরে, তেরো হাত লম্বা গাজী-কালুর বারোমাসী লিখলে প্রতিউত্তর পাবেন না। কারণ আপনাকে উদ্দেশ্য করে এটাই আমার প্রথম এবং শেষ লেখা। মুসলমান যদি হতেই হয় আবিদ সাহেবের মত মুসলমান হোন, এ জাতী একদিন সুখ-পাখি ধরতেও পারে। আমার লেখায় যদি দুঃখ দিয়ে থাকি, আমি স্ববিনয়ে ক্ষমা প্রাথী।

আকাশ মালিক